তৃতীয় অধ্যায়

মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান

উচ্চতর জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পাশাপাশি মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান এই তিনটি সূচক যে কোন দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক । ভোক্তা মূল্যসূচক অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়ায় ৫.৪৪ শতাংশ , যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৫.৯২ শতাংশ। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত গড় মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৫.৮৪ শতাংশে। মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন রাখার পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সতর্ক মুদ্রানীতি গ্রহণ করা হয়েছে। বিবিএস পরিচালিত সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৬-১৭ অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তি ৬.৩৫ কোটি (পুরুষ ৪.৩৫ কোটি এবং মহিলা ২ কোটি)। এ শ্রমশক্তির মধ্যে ৬.০৮ কোটি বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৬-১৭ এ কৃষি খাতে নিয়োজিত মোট শ্রমশক্তি হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪০.৬ শতাংশে। বাংলাদেশের মজুরি হার সূচক (ভিত্তি বছর ২০১০-১১) অনুসারে নামিক (Nominal) মজুরি হার সূচক ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ দেশের ক্রমবর্ধমান কর্মসৃজনের পাশাপাশি বেকারত্ব হ্রাস, দারিদ্র্য বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে। গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ৯.০৫ লক্ষ লোক কর্মসংস্থান নিয়ে বিদেশ গমন করেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে ৬.৯২ লক্ষ কর্মী বিদেশ গমন করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রবাসী কর্মীরা মোট ১২,৭৬৯.৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছেন। উল্লেখ্য, চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে ১০,৭৬১.৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স দেশে প্রেরিত হয়েছে যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭.০৪ শতাংশ বেশি। জনশক্তি রপ্তানি নির্বিঘ্ন করার প্রয়াসে অভিবাসন ব্যবস্থা ডিজিটাইজেশনসহ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা হয়েছে। রেমিট্যান্স প্রবাহকে নির্বিঘ্ন রাখার জন্য ও বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রেরণকে উৎসাহিত করার জন্য নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি

দেশের জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক (CPI) প্রণয়ন করে থাকে। উক্ত CPI ভোক্তার দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় ব্যবহৃত খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত পণ্য ও সেবা সামগ্রীকে অন্তর্ভুক্ত করে গঠিত হয়। ২০০৫-০৬ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে বর্তমান জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক প্রকাশ করা হচ্ছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপ (Household Income and Expenditure Survey, 2005-06) হতে এ মূল্যসূচকে ব্যবহৃত সূচক-ঝুড়ির (Index basket) পণ্য ও ভার (Weight) নেয়া হয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত জাতীয় পর্যায়ে ভোগ্যপণ্যের তালিকা, গ্রামীণ অধিবাসীদের ভোগ্যপণ্যের তালিকা ও নগর এলাকার অধিবাসীদের ভোগ্যপণ্যের তালিকা ব্যবহার করে যথাক্রমে জাতীয় (National) মূল্যসূচক, গ্রামীণ (Rural) মূল্যসূচক এবং নগর (Urban) মূল্যসূচক নির্ণয় করা হয়। গ্রামীণ মূল্যসূচক ঝুড়িতে মোট ৪২২টি পণ্য এবং নগর মূল্যসূচক ঝুড়িতে মোট ৩১৮টি পণ্য অন্তর্ভুক্ত। জাতীয় পর্যায়ে ভোক্তার মূল্যসূচক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ও নগর এলাকার ভোগ-ব্যয়ের ভিত্তিতে নিরূপিত ভারিত গড় (Weighted average) পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় । সকল মূল্যসূচক খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যা আরো কতিপয় উপভাগে বিভক্ত। বাংলাদেশে ভোক্তা মূল্যসূচক থেকে মূল্যস্ফীতি নিরূপণ করা হয়। সারণি ৩.১ ও লেখচিত্র ৩.১ -এ ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতির গতিধারা দেখানো হলোঃ

সারণি ৩.১ঃ জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি

(ভিত্তি বছর ২০০৫-২০০৬=১০০)

	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
সাধারণ সূচক (মূল্যস্ফীতি)	১৩২.১৭ (৭.৬০)	১৪১.১৮ (৬.৮২)	১৫৬.৫৯ (১০.৯১)	১৭০.১৯ (৮.৬৯)	১৮১.৭৩ (৬.৭৮)	১৯৫.০৮ (৭.৩৫)	২০৭.৫৮ (৬.৪১)	২১৯.৮৬ (৫.৯২)	২৩১.৪২ (৫.৪৪)
খাদ্য সূচক (মূল্যস্ফীতি)	১৪০.৬১ (৭.৯১)	১৪৯.৪০ (৬.২৫)	১৭০.৪৮ (১৪.১১)	১৮৩.৬৫ (৭.৭২)	১৯৩.২৪ (৫.২২)	২০৯.৭৯ (৮.৫৬)	২২৩.৮০ (৬.৬৮)	২৩৪.৭৭ (৪.৯০)	২৪৮.৯০ (৬.০১)
খাদ্য-বহির্ভূত সূচক (মূল্যস্ফীতি)	১২৭.৩৬ (৭.১৪)	১৩০.৬৬ (৭.৬৬)	১৩৮.৭৭ (৬.২১)	১৫২.৯৪ (১০.২১)	১৬৬.৯৭ (৯.১৭)	১৭৬.২৩ (৫.৫৫)	১৮৬.৭৯ (৫.৯৯)	২০০.৬৬ (৭.৪৩)	২০৯.৯২ (৪.৬১)

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

লেখচিত্র ৩.১ঃ জাতীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতি

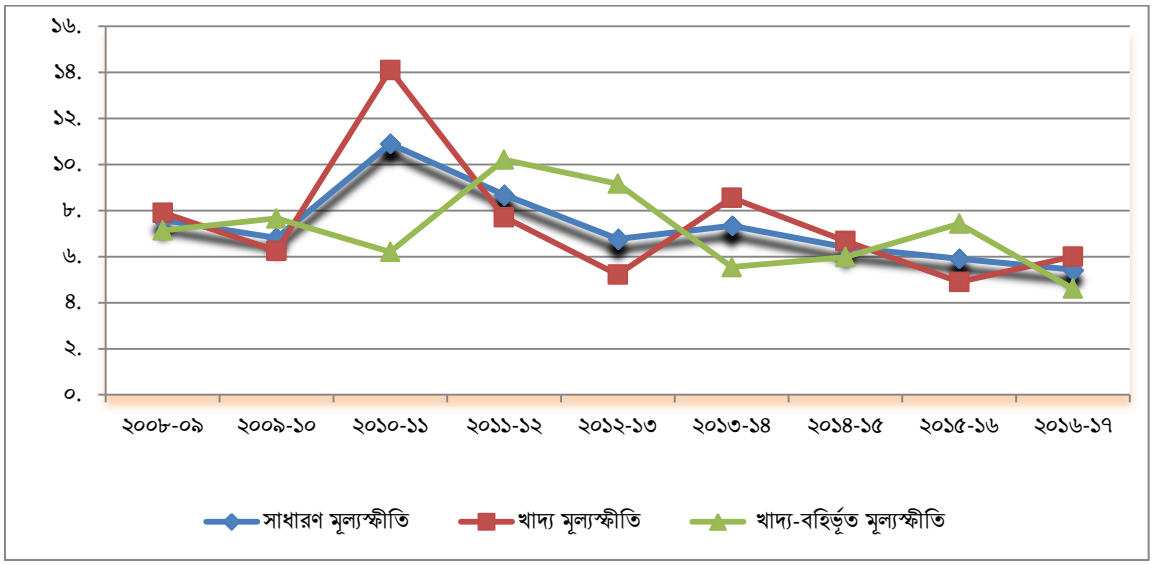

ভোক্তা মূল্যসূচক অনুসারে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতির হার ৫.৪৪ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৫.৯২ শতাংশ। উক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১০-১১ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার সর্বোচ্চ ১০.৯১ শতাংশে পৌঁছায় যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে সর্বনিম্ন অর্থাৎ ৫.৪৪ শতাংশে দাঁড়ায়। এ সময়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির চেয়ে বেশি ছিল। সরকার মূল্যস্ফীতির চাপ প্রশমনের লক্ষ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ প্রেক্ষাপটে প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সহায়ক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং পরিবেশ ও বিনিয়োগবান্ধব সতর্ক মুদ্রানীতি গ্রহণ করা হয়েছে। জুলাই ২০১৭ থেকে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত গড় মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৫.৮৪ শতাংশে। এ সময়ের ব্যবধানে খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুলাই ২০১৭ এ ৬.৯৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০১৮-এ দাঁড়িয়েছে ৭.৩২ শতাংশে। কিন্তু একই সময়ে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০১৮-এ দাঁড়িয়েছে ৩.৮২ শতাংশে যা জুলাই ২০১৭ এ ছিল ৩.৫৩ শতাংশ। মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (এমটিএমএফ)-তে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মূল্যস্ফীতি ৫.৮ শতাংশ হতে পারে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মাসভিত্তিক মূল্যস্ফীতির ধারা সারণি ৩.২ -এ দেয়া হলোঃ

সারণি ৩.২ঃ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মাসভিত্তিক মূল্যস্ফীতির (Point to point) ধারা

(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬=১০০)

পর্যায়	মূল্যস্ফীতির ধরণ	২০১৬-১৭	জুলাই'১৭	আগস্ট'১৭	সেপ্টে.'১৭	অক্টো.'১৭	নভে.'১৭	ডিসে.'১৭	জানু.'১৮	ফেব্রু.'১৮	মার্চ'১৮	গড় মূল্যস্ফীতি (জুলাই-মার্চ'১৮)
জাতীয়	সাধারণ	৫.৪৪	৫.৫৭	৫.৮৯	৬.১২	৬.০৪	৫.৯১	৫.৮৩	৫.৮৮	৫.৭২	৫.৬৮	৫.৮৪
	খাদ্য	৬.০২	৬.৯৫	৭.৩২	৭.৮৭	৭.৬২	৭.০৯	৭.১৩	৭.৬২	৭.২৭	৭.০৯	৭.৩২
	খাদ্য-বহির্ভূত	৪.৬১	৩.৫৩	৩.৭৫	৩.৪৪	৩.৬১	৪.১০	৩.৮৫	৩.২৩	৩.৩৬	৩.৫২	৩.৮২

পর্যায়	মূল্যস্ফীতির ধরণ	২০১৬-১৭	জুলাই'১৭	আগস্ট'১৭	সেপ্টে.'১৭	অক্টো.'১৭	নভে.'১৭	ডিসে.'১৭	জানু.'১৮	ফেব্রু.'১৮	মার্চ'১৮	গড় মূল্যস্ফীতি (জুলাই-মার্চ'১৮)
গ্রাম	সাধারণ	৪.৯৬	৫.৪১	৫.৮৮	৬.২১	৬.১৪	৪.১০	৫.৮৪	৫.৯০	৫.৬৪	৫.৬৩	৫.৬৪
	খাদ্য	৫.৫৪	৬.৮৬	৭.৩৯	৭.৯৭	৭.৭১	৫.৯৩	৭.০৮	৭.৪০	৬.৯৪	৬.৭৭	৭.১১
	খাদ্য-বহির্ভূত	৩.৯১	২.৮৪	৩.১৯	২.৯৮	৩.২৪	৩.৮৩	৩.৫৪	৩.১৩	৩.২৫	৩.৫২	৩.২৮
শহর	সাধারণ	৬.৩৭	৫.৯১	৫.৯১	৫.৯৫	৫.৮৬	৫.৮৯	৫.৮২	৫.৮৬	৫.৮৭	৫.৭৬	৫.৮৭
	খাদ্য	৭.১০	৭.১৫	৭.১৮	৭.৬৩	৭.৪০	৭.১৫	৭.২২	৮.১৩	৮.০২	৭.৮০	৭.৫২
	খাদ্য-বহির্ভূত	৫.৬০	৪.৪৮	৪.১৫	৪.০৮	৪.১২	৪.৪৭	৪.২৫	৩.৩৭	৩.৫০	৩.৫১	৩.৫৫

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

মজুরি হার সূচক

১৯৭৪ সাল হতে বিবিএস ১৯৬৯-৭০ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে মজুরি হার সূচক (Wage Rate Index) নির্ণয় করে। পরবর্তীতে ২০১০-১১ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে মজুরি হার সূচক (Wage Rate Index) নির্ণয়ের কার্যক্রম শুরু করা হয়। সারণি ৩.৩- এ পরিবর্তিত ভিত্তি বছর অনুযায়ী ২০১১-১২ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত মজুরি হার সূচক ও শ্রমিকদের মজুরি প্রবৃদ্ধির হার (পয়েন্ট টু পয়েন্ট) দেয়া হলোঃ

সারণি ৩.৩ঃ মজুরি হার সূচক ও প্রবৃদ্ধির হার

(ভিত্তি বছরঃ ২০১০-১১=১০০)

বছর	নামিক মজুরি হার সূচক				প্রবৃদ্ধির হার (পয়েন্ট টু পয়েন্ট)			
	সাধারণ	কৃষি	শিল্প	সেবা	সাধারণ	কৃষি	শিল্প	সেবা
২০১১-১২	১০৬.২৪	১০৫.৯৬	১০৬.৯২	১০৬.২৩	৬.২৪	৫.৯৬	৬.৯২	৬.২৩
২০১২-১৩	১১২.৬২	১১২.০৮	১১৩.৪৩	১১৩.৬৩	৬.০১	৫.৭৮	৬.০৮	৬.৯৬
২০১৩-১৪	১১৮.৮২	১১৮.৪৪	১১৯.০৭	১২০.১৬	৫.৫০	৫.৬৮	৪.৯৭	৫.৭৫
২০১৪-১৫	১২৪.৬৯	১২৪.৫১	১২৪.৩৮	১২৬.১৫	৪.৯৪	৫.১২	৪.৪৭	৪.৯৮
২০১৫-১৬	১৩২.৮১	১৩২.৪৮	১৩২.০২	১৩৬.০৩	৬.৫২	৬.৪১	৬.১৬	৭.৮৬
২০১৬-১৭	১৪১.৪৬	১৪১.২২	১৪০.২৭	১৪৫.০১	৬.৫০	৬.৫৯	৬.২৪	৬.৬০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

লক্ষণীয়, ২০১১-১২ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত নামিক (Nominal) মজুরি হার সূচক গড়ে প্রায় ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৬.৫২ শতাংশে দাঁড়ায় । ২০১৬-১৭ অর্থবছরের এ সূচক সামান্য হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬.৫০ শতাংশে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে খাতভিত্তিক মজুরির প্রবৃদ্ধি হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় কৃষি ও শিল্প খাতে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৬.৫৯ ও ৬.২৪ শতাংশ। তবে সেবা খাতের মজুরি সূচক হ্রাস পেয়ে ৬.৬০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থান

বিবিএস দেশের শ্রমশক্তির সার্বিক চিত্র নিরূপণের লক্ষ্যে শ্রমশক্তি জরিপ (Labour Force Survey) পরিচালনা করে থাকে। এ জরিপের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব সংক্রান্ত শ্রমবাজার ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের চিত্র পাওয়া যায়। ইতঃপূর্বে ৩-৫ বছরের ব্যবধানে জরিপ পরিচালনা করলেও ২০১৫ সাল থেকে বিবিএস ত্রৈমাসিক (Quarterly) ভিত্তিতে জরিপ পরিচালনা করছে। বিবিএস প্রকাশিত সর্বশেষ 'শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৬-১৭' অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তি ৬.৩৫ কোটি)। এর মধ্যে পুরুষ ৪.৩৫ কোটি এবং মহিলা ২ কোটি। কর্মক্ষম জনশক্তির মধ্যে ৬.০৮ কোটি বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। শিল্পভিত্তিক বিভাজনে দেখা যায় যে, কর্মে নিয়োজিত জনশক্তির প্রধান অংশ প্রায় ৪০.৬ শতাংশ কৃষিতে, ৩৯.০ শতাংশ সেবা খাতে ও ২০.৪ শতাংশ শিল্প খাতে নিয়োজিত রয়েছে।

'শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৬-১৭' অনুযায়ী মোট কর্মে নিয়োজিতদের মধ্যে প্রধান অংশ আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত, যা প্রায় ৪৪.৩ শতাংশ। চাকুরীজীবী ও পারিবারিক শ্রমে নিয়োজিতদের হার যথাক্রমে ৩৯.১ শতাংশ ও ১১.৫ শতাংশ। পারিবারিক শ্রমে নিয়োজিতদের মধ্যে পুরুষ ১৭ লক্ষ, মহিলা ৫৩ লক্ষ। ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৯-০০, ২০০২-০৩, ২০০৫-০৬ অর্থবছরের, ২০১০, ২০১৩ সালের এবং ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী বিভিন্ন খাতওয়ারি শ্রমিকের (১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে) অংশ সারণি ৩.৪-এ দেখানো হলো:

সারণি ৩.৪ :শিল্পভিত্তিক খাতওয়ারি শ্রমিকের অংশ(%)

(১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে)

খাত	এলএফএস ১৯৯৫-৯৬	এলএফএস ১৯৯৯-০০	এলএফএস ২০০২-০৩	এলএফএস ২০০৫-০৬	এলএফএস ২০১০	এলএফএস ২০১৩	এলএফএস ২০১৫-১৬	এলএফএস ২০১৬-১৭
কৃষি, বনজ ও মৎস্য	৪৮.৮৫	৫০.৭৭	৫১.৬৯	৪৮.১০	৪৭.৩০	৪৫.১০	৪২.৭	৪০.৬২
খনিজ ও খনন	-	০.৫১	০.২৩	০.২১	০.১৮	০.৪০	০.২	০.২০
ম্যানুফ্যাকচারিং	১০.০৬	৯.৪৯	৯.৭১	১০.৯৭	১২.৩৪	১৬.৪০	১৪.৪	১৪.৪৩
বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি	০.২৯	০.২৬	০.২৩	০.২১	০.১৮	০.২০	০.৩	০.২০
নির্মাণ	২.৮৭	২.৮২	৩.৩৯	৩.১৬	৪.৭৯	৩.৭০	৫.৬	৫.৫৮
বাণিজ্য, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	১৭.২৪	১৫.৬৪	১৫.৩৪	১৬.৪৫	১৫.৪৭	১৪.৫০	১৩.৪	১৪.৩৪
পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৬.৩২	৬.৪১	৬.৭৭	৮.৪৪	৭.৩৭	৬.৪০	৯.৪	১০.৫০
অর্থ, ব্যবসা ও সেবাসমূহ	০.৫৭	১.০৩	০.৬৮	১.৪৮	১.৮৪	১.৩০	১.৬	১.৯৭
পণ্য ও ব্যক্তিগত সেবাসমূহ	১৩.৮০	১৩.০৭	৫.৬৪	৫.৪৯	৬.২৬	৬.২০	৬.২	৬.০৮
স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	-	-	৬.৩২	৫.৪৯	৪.২৪	৫.৮০	৬.২	৬.০৮
মোট	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**

উৎসঃ বিবিএস, শ্রমশক্তি জরিপ, ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৯-০০, ২০০২-০৩, ২০০৫-০৬, ২০১০, ২০১৩, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭।

শ্রম উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে গৃহীত কতিপয় পদক্ষেপ

বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে দেশে শিল্পখাতে একটি সুশৃঙ্খল পরিবেশ সমুন্নত রেখে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, দেশের জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণতকরণ; শোভন **(Decent)** কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিকদের উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার সচেতন। অধিকন্তু, শিশুশ্রম নিরসন ও দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি; শ্রমিকদের শিক্ষা, কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিতকরণ; শ্রম প্রশাসন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন; শিল্প ও শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি; ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন এবং শিল্প কারখানা নিবন্ধন; শ্রম আইন ও বিধি প্রণয়ন; শ্রম ও জনশক্তি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আইএলওসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়সাধন ও চুক্তি সম্পাদন; কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ; ব্যক্তিমালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্প সেক্টরে মজুরি বোর্ড গঠন এবং নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন; শ্রম ও শিল্পকল্যাণ বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কার্যক্রমের সমন্বয় ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে তা সমাধানের কর্মকৌশল হিসেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত উদ্যোগ বা পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

(ক) আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন

- ‘শ্রম আইন, ২০০৬’ সংশোধনঃ শ্রমজীবী মানুষের আইনানুগ অধিকার বাস্তবায়ন, কমপ্লায়েন্স ও পারস্পরিক সম্পর্কের আইনগত ভিত্তি সুদৃঢ় করা, উৎপাদনশীতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ২০১৩ সালের জুলাই মাসে ‘বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬’ বড় ধরনের সংশোধনের মাধ্যমে সময়োপযোগী করা হয়েছে । এ সংশোধনের মাধ্যমে শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি সহজীকরণ, শ্রমিকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও কারখানার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে উল্লেখ্যযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে।
- ‘বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫’ বাস্তবায়নঃ সংশোধিত শ্রম আইনের আলোকে দেশে প্রথমবারের মত প্রণীত ‘বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫’ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে দেশের শ্রম পরিস্থিতি আরো সুসংহত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিধিমালার মাধ্যমে শ্রম আইন বাস্তবায়নে সরকার দায়িত্ব এবং শ্রমিকদের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। ফলে দেশের শ্রম পরিস্থিতি ধারাবাহিকভাবে উন্নততর হচ্ছে।
- ‘শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬’ সংশোধন ও বিধিমালা প্রণয়ন: দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত ‘বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) আইন, ২০১৩’ জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। সংশোধিত আইনের আলোকে ইতোমধ্যে (২০১৫ সালে) ‘বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিধিমালা, ২০১০’ সংশোধন করা হয়েছে।

- ‘গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি-২০১৫’ প্রণয়নঃ প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নানাবিধ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত বিবেচনায় সরকার গৃহকর্মীদের জন্য পর্যায়ক্রমে আইনী কাঠামো তৈরীতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক ধাপ হিসেবে ‘গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫’ প্রকাশিত হয়েছে।

(খ) গার্মেন্টস সেক্টরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ

- তৈরি পোশাক শিল্পসহ সকল শিল্প সেক্টরে নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকায় ১৭টি, চট্রগামে ৯টি, গাজীপুরে ১৩টি এবং নারায়ণগঞ্জে ১০টিসহ সর্বমোট ৪৯টি পরিদর্শন টিম গঠন করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রায় ৩২,৯২৪টি গার্মেন্টস কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট ২,০০০টি কারখানাতে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা হয়েছে। এ সকল কারখানাকে ‘গ্রীণ ফ্যাক্টরী’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলছে।
- অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রমঃ ILO এর সহায়তায় শ্রমিক, মালিক ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের যৌথ স্বাক্ষরে তৈরি পোশাক শিল্পে অগ্নি-নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি ত্রিপক্ষীয় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তৈরি পোশাক শিল্পে ভবন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উক্ত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ‘National Tripartite Plan of Action on Fire Safety and Structural Integrity in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh’ গৃহীত হয়েছে। উপরিউক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ILO এর অর্থায়নে ‘Improving Working Conditions in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh’ শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের অধীনে সরকার BUET, ACCORD ও ALLIANCE এর মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট ৩,৯৪৪টি পোশাক কারখানার অগ্নি, বৈদ্যুতিক ও কাঠামোগত নিরাপত্তা মূল্যায়নের কাজ সম্পন্ন করেছে।
- সংস্কার সমন্বয় সেল (RCC) গঠনঃ পোশাক কারখানাগুলোর সংস্কারকাজ পরিচালনা করতে গঠন করা হয়েছে সংস্কার সমন্বয় সেল (আরসিসি)। ১৪ মে ২০১৭ এই সেল উদ্বোধন করা হয়। প্রাথমিকভাবে ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভের অধীনে থাকা ১,৫৪৯টি কারখানা আরসিসির নেতৃত্বে সংস্কার করা হবে। এ উদ্যোগে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সাথে থাকবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বুয়েট, রাজউক, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক) এবং বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর। এতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে আইএলও। জুন ২০১৭ পর্যন্ত সাতটি উদ্বুদ্ধকরণ সভার মাধ্যমে ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ এবং চট্টগ্রাম জেলার মোট ৪১৮টি কারখানা মালিক প্রতিনিধির সঙ্গে সংস্কারের অগ্রগতি বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়। সভাগুলোতে সংস্কার কাজ সমাপ্ত করার জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।
- বিভিন্ন শ্রেণি-পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকদের চাকুরির শর্তাবলী ও কর্মস্থলে সহযোগিতা ইত্যাদি বিষয়কে সামনে রেখে শ্রম বিরোধ উত্থাপিত হয়ে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সালিশ কার্যক্রমের মাধ্যমে সর্বমোট শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি হয়েছে ৯০টি।
- শ্রম পরিদপ্তরাধীন ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও বিনোদনমূলক সেবা প্রদান করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট ৪২,৯৪৩ জন শ্রমিক ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং ১৭,৮৫৩ জন শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, একই অর্থ বছরে সর্বমোট ৫৭,৯৫৩ জন শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যগণকে বিনোদন সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের আওতায় শ্রম পরিদপ্তরের ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত অন-লাইন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

(গ) দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দেশের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোমধ্যেই ২৬টি জেলায় মহিলাদের জন্য ৬টি সহ ২৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, 'বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায় আরো ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

- সরকার দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের বাস্তবমুখী কার্যক্রম, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং অর্থায়ন করছে। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নে দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি সার্টিফিকেট কোর্স এবং ডিপ্লোমা কোর্সের কারিকুলাম যুগোপযোগীকরণ, হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ, ল্যাবের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন, এ্যাসেসর তৈরি, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি এবং শিক্ষানবিশী'র মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে সেক্টর ভিত্তিক শিল্প দক্ষতা পরিষদ গঠনসহ দক্ষতা উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বাংলাদেশের জন্য একটি 'National Technical and Vocational Qualifications Framework (NTVQF)' প্রণীত হয়েছে। সারা দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য NTVQF চালু করা হয়েছে।
- শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদার নিরিখে দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে শিল্পের চাহিদাভিত্তিক কারিকুলাম তৈরি করা হচ্ছে। এই কাজে সহায়তার লক্ষ্যে ১১টি শিল্প দক্ষতা পরিষদ (আইএসসি) গঠন করা হয়েছে। আইএসসিগুলো অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে নিবন্ধিত। জুট আইএসসি গঠনের প্রক্রিয়া চলমান এবং শিপ বিল্ডিং আইএসসি ও ট্রান্সপোর্ট আইএসসি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- কর্মক্ষেত্রে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় স্থাপিত ৪টি শিল্প-সম্পর্ক শিক্ষায়তন এর মাধ্যমে শ্রমিক-মালিক পক্ষের প্রতিনিধি এবং শ্রম প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে দেশে মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য দক্ষতা উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট ২২টি মন্ত্রণালয়, ৩৫টি দপ্তর/অধিদপ্তর, সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে দক্ষতা উন্নয়ন সংশিষ্ট কার্যক্রমের অধিকতর সুসমন্বয়ের লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কমিশন (এনএসডিসি) ও ইসিএনএসডিসি'র দিক-নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত এনএসডিসি সচিবালয়কে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ)তে রূপান্তর করা হবে। সে লক্ষ্যে 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) আইন, ২০১৭' মন্ত্রিসভায় নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
- অর্থ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন 'স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ট্রেডে ৫.০২ লক্ষ জনকে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত ১.৮৪ লক্ষ জন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে।

(ঘ) শিশু শ্রম নিরসন

শিশুশ্রম নিরসন বর্তমান বিশ্বে একটি স্পর্শকাতর বিষয় হওয়ায় দেশে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প কারখানা হতে শিশু শ্রম নিরসনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

- দেশে শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত সকল নীতি ও কার্যক্রম পরিকল্পিত ও সমন্বিতভাবে সম্পাদনের জন্য রাজস্ব খাত হতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে নারী ও শিশুশ্রম শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ।
- ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত কার্যক্রম: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন শীর্ষক প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ে মোট ১ লক্ষ শিশুকে ২০২০ সালের মধ্যে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম করে গড়ে তোলার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় ঢাকাস্থ আইএলও'র অফিসের মাধ্যমে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় বাংলাদেশ থেকে নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম

নিরসনের জন্য 'Urban Informal Economy' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার ১০টি জোনের মধ্যে ৪টি জোনে এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পটির আওতায় নির্বাচিত এনজিওদের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন/কারিগরি প্রশিক্ষণ ও অভিভাবকদের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে ঢাকা শহরের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত হতে ১০ হাজার শিশুকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। পাশাপাশি, বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র থেকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের উপাদানসমূহ প্রত্যাহার করে নিরাপদ কর্মক্ষেত্র গড়ে তুলতে সহায়তা করা হয়েছে।

(ঙ) নারী উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

দেশের নারী সমাজের উন্নয়ন এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

- উত্তরাঞ্চলের দারিদ্র্যপীড়িত এলাকার মহিলা জনগোষ্ঠীকে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে 'নর্দান এরিয়াস রিডাকশন অব পোভার্টি ইনিশিয়েটিভ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অবহেলিত ৫টি জেলার (রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী এবং গাইবান্ধা) মোট ১০,৮০০ জন দরিদ্র মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে গার্মেন্টস সেক্টরে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট ২,০৫৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ৭৪৫ জনকে চাকুরি প্রদান করা হয়েছে।

- নারী বান্ধব কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতকরণে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন: কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে নারীবান্ধব এবং স্বাস্থ্যসম্মত কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্মজীবী মায়েদের সন্তানকে দিবাকালীন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে ২১০টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৪ সালের ১৫ জানুয়ারি থেকে ২০১৮ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত দেশব্যাপী সর্বমোট ৪,২৪৩টি ডে-কেয়ার কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

(চ) শ্রমিকের কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন সংস্কারমূলক কার্যক্রম

শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও তাঁদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমিকদের সংখ্যা ও সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাঁদের কল্যাণার্থে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- 'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) আইন, ২০১৩' এর আওতায় দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল গঠন করা হয়েছে। কোন শ্রমিক দুর্ঘটনাজনিত কারণে দৈহিক ও মানসিকভাবে স্থায়ী অক্ষম হলে, দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করলে, মৃতদেহের পরিবহণ ও সৎকার, দূরারোগ্য চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মহিলা শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণ, বিশেষ দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ আর্থিক প্রণোদনাসহ বিভিন্ন ধরনের আর্থিক অনুদান এ তহবিল হতে প্রদান করা হচ্ছে। এ ছাড়া এ তহবিলের অর্থ থেকে শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৫ বছর মেয়াদী গোষ্ঠী বীমা স্কিম গ্রহণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২,৪০৫ জন শ্রমিককে গোষ্ঠী বীমা স্কিমের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

- শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প সেক্টর বিশেষ করে গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণার্থে গঠিত কেন্দ্রীয় তহবিলে মোট রপ্তানি মূল্যের ০.০৩ শতাংশ অর্থ ব্যাংকের মাধ্যমে সরাসরি জমা করা হচ্ছে। জমাকৃত অর্থ থেকে রপ্তানিমুখী শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীগণকে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এটি শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ৩১০ জন শ্রমিককে (২৯৯ জন শ্রমিকের পরিবার ও ১১জন আহত শ্রমিক) ৫৮৬.৫০ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

- আইএলও এর সহায়তায় তৈরি পোশাক শিল্পে Better Work Programme বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর আওতায় ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত ১৩৪টি কলকারখানা নিবন্ধন করা হয়েছে এবং সেখানে ২,৮০,২৫৪ জন শ্রমিক কর্মরত আছেন,যার ৫৬ শতাংশ নারী শ্রমিক। এছাড়া ৩৪টি আন্তর্জাতিক বায়ার পার্টনার এর মধ্যে ১৫টি সক্রিয়ভাবে Better Work Programme কার্যক্রমকে সহায়তা করছে। এ কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ১,০৯০টি এ্যাডভাইজারি ভিজিট সম্পন্ন হয়েছে ও জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৩,৭০৮ জন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছে। মধ্য ও

উর্ধ্বতন পর্যায়ের কারখানা ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেছেন। ১৩টি কারখানার মধ্য পর্যায়ের ম্যানেজমেন্ট স্টাফদের জন্য Managing people শীর্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এছাড়া ৮১৬ জন স্টাফ ও শ্রমিক নিয়ে যৌন নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

- জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২০ সাল মেয়াদে ৬৫.৯৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে পার্বত্য অঞ্চলের শ্রমিকদের কল্যাণে ও দক্ষতা উন্নয়নে রাঙ্গামাটির ঘাগড়ায় ১০ বেডের ক্লিনিক্যাল সুবিধাসহ একটি শ্রম কল্যাণ কমপ্লেক্স নির্মাণ বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলছে।
- জার্মান সরকারের সহায়তায় কলকারখানা ও শ্রমিকের স্বার্থে শ্রম সংক্রান্ত প্রচলিত আইন ও বিধিমালার টেকসই পরিবর্তন ও আধুনিকায়ন; তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য ন্যাশনাল এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি ইনসুরেন্স স্কীম প্রবর্তন করার লক্ষ্যে ILO কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'Implementation of the National Employment Injury Insurance Scheme of Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান আছে।
- সুইডেন ও ডেনমার্ক সরকারের অর্থায়নে আইএলও এর কারিগরি সহায়তায় 'Promoting Social Dialogue and Harmonious Industrial Relations in Bangladesh RMG Industry' শীর্ষক প্রকল্পটি এপ্রিল ২০১৬ থেকে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হল তৈরি পোষাকশিল্পের মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সংলাপ-প্রক্রিয়ার প্রসার এবং সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্প-বিরোধ প্রতিরোধ এবং সালিশ ও মধ্যস্থতা কার্যক্রমকে আরো গ্রহণযোগ্য, নির্ভরযোগ্য ও স্বচ্ছ করা।
- সরকার কর্তৃক জাতীয় বেতন কাঠামো, ২০১৫ ঘোষণার পর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরি কাঠামো নির্ধারণের জন্য ১৮ সদস্য বিশিষ্ট 'জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন ২০১৫' গঠন করা হয়েছে।
- শ্রমিকদের মানসম্মত জীবন-যাপন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে ৪৩টি শিল্প সেক্টরের মধ্যে ৩৮টি শিল্প সেক্টরে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করেছে। অবশিষ্ট ৫টি সেক্টরে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত ৩৮টি শিল্প সেক্টরের মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৭টি সেক্টরের ন্যূনতম মজুরি পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট শিল্প সেক্টরের ন্যূনতম মজুরি পুনঃনির্ধারণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- গার্মেন্টসসহ অন্যান্য শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের আবাসন সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে চাষাড়া, তেজগাঁও, টঙ্গীতে একটি করে ১০ তলা বিশিষ্ট হোস্টেল ভবন নির্মাণের জন্য ১টি প্রকল্প গ্রহণ; এছাড়া পোশাক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের নিরাপত্তা ও আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য ২ শতাংশ সার্ভিস চার্জে ডরমিটরী নির্মাণ কার্যক্রমের আওতায় গার্মেন্টস সেক্টরে কর্মরত নারী শ্রমিকদের আবাসন সমস্যা নিরসনের জন্য চট্টগ্রামের বালুরঘাটে ও নারায়ণগঞ্জের বন্দরে ২টি ২,০০০ শয্যা বিশিষ্ট ডরমিটরী নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
- কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের উন্নয়ন এবং জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা ও যৌন নিপীড়নসহ অন্যান্য হয়রানি হ্রাসকরণের জন্য 'Gender Equality and Women's Empowerment at Work Place' শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

(ছ) উদ্ভাবনী ও ডিজিটাল কার্যক্রম

বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প বাস্তবায়নে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্নভাবে ভূমিকা পালন করে আসছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সেবা সাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে a2i প্রোগ্রামের সহযোগিতায় সেবাদান সহজীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে সেবা দাতা এবং গ্রহীতাদের সময় ও অর্থের অপচয় রোধ হওয়ার পাশাপাশি নাগরিক ভোগান্তি বন্ধ হবে। গাজীপুরে অবস্থিত কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে এর পাইলট প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। অধিদপ্তরের ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে

সারাদেশে এ সহজ পদ্ধতিতে লাইসেন্স প্রদান শুরু হয়েছে।

- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কার্যক্রমে আরো স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য ডিজিটাল পরিদর্শন প্রবর্তন একটি বড় উদ্যোগ। এজন্য লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (লিমা) নামে একটি মোবাইল অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। অধিদপ্তরের কাজসমূহকে সহজীকরণ এবং তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করতে এই অ্যাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অ্যাপটিকে ব্যবহার উপযোগী করতে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে মোট ১৪০ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। আন্তর্জাতিক আইএলও এতে সহায়তা প্রদান করেছে।
- সেবাসমূহ আরো সহজ ও সংশ্লিষ্টদের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর জন্য 'শ্রমিকের স্বাস্থ্যকথা' নামে একটি মোবাইল অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া, শ্রমিক ও শ্রম সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ, এন্টি ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশনকে স্বল্প সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে হট-লাইন কার্যক্রমও চালু করা হয়েছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রধান জনশক্তি রপ্তানিকারক দেশ। দেশে ক্রমবর্ধমান কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বৈদেশিক কর্মসংস্থান তথা জনশক্তি রপ্তানি এবং তাঁদের প্রেরিত অর্থ বেকার সমস্যা দূরীকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শ্রমশক্তি রপ্তানির হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান তথা জনশক্তি রপ্তানিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে বিনিয়োগ সুবিধা সম্প্রসারণসহ প্রবাসীদের কল্যাণার্থে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' তাদের কার্যক্রম জোরদার করেছে। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য 'National Skill Development Council' কে আরো কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অদক্ষ কর্মীর তুলনায় দক্ষ কর্মীর অভিবাসন ব্যয় কম অথচ চাহিদা ও বেতন বেশি হওয়ায় বর্তমানে ৬৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ৬টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির মাধ্যমে দক্ষ কর্মী সৃষ্টির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৯.০৫ লক্ষ। জুলাই ২০১৭ থেকে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত ৬.৯২ লক্ষ বাংলাদেশি বিদেশে গমন করেছেন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ছিল ১২,৭৬৯.৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়কালে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭.০৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১০,৭৬১.৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

সারণি ৩.৫ ও লেখচিত্র ৩.২-এ প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীদের সংখ্যা এবং তাদের প্রেরিত অর্থ প্রবাহের গতিধারা দেখানো হলোঃ

সারণি ৩.৫ ঃ প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীর সংখ্যা এবং প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

অর্থবছর	কর্মজীবীর সংখ্যা (হাজার)	প্রেরিত অর্থের পরিমাণ			জিডিপি'র শতকরা হার
		কোটি টাকা	মিলিয়ন ডলার	প্রবৃদ্ধি (%)	
২০০৭-০৮	৮৭৫	৫৪২৯৫.১৪	৭৯১৪.৭৮	৩২.৩৯	৮.৬
২০০৮-০৯	৪৭৫	৬৬৬৭৫.৫১	৯৬৮৯.১৬	২২.৪২	৯.৫
২০০৯-১০	৪২৭	৭৬০১৩.৯১	১০৯৮৭.৪	১৩.৪০	৯.৫
২০১০-১১	৪৩৯	৮৩০০৪.৬২	১১৬৫০.৩২	৬.০৩	৯.১
২০১১-১২	৬৯১	১০১৮৮২.৭৮	১২৮৪৩.৪	১০.২৪	৯.৬
২০১২-১৩	৪৪১	১১৫৬৪৬.১৬	১৪৪৬১.১৫	১২.৬০	৯.৬
২০১৩-১৪	৪০৯	১১০৫৮২.৩৭	১৪২২৮.৩	-১.৬১	৮.২
২০১৪-১৫	৪৬১	১১৮৯৯৩.১০	১৫৩১৬.৯১	৭.৭০	৭.৯
২০১৫-১৬	৬৮৫	১১৬৯০৯.৭৩	১৪৯৩১.০০	-২.৫২	৬.৮
২০১৬-১৭	৯০৫	১০১০৯৯.৬২	১২৭৬৯.৪৫	-১৪.৪৮	৫.১
২০১৭-১৮*	**৬৯২**	**৮৭৯৭.৯০**	**১০৭৬১.৬৯**	**১৭.০৪****	৩.৯

উৎসঃ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক। **নোট:** * মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত।

**২০১৭-১৮ অর্থ বছরের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায়।

লেখচিত্র ৩.২ঃ জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহের গতিধারা

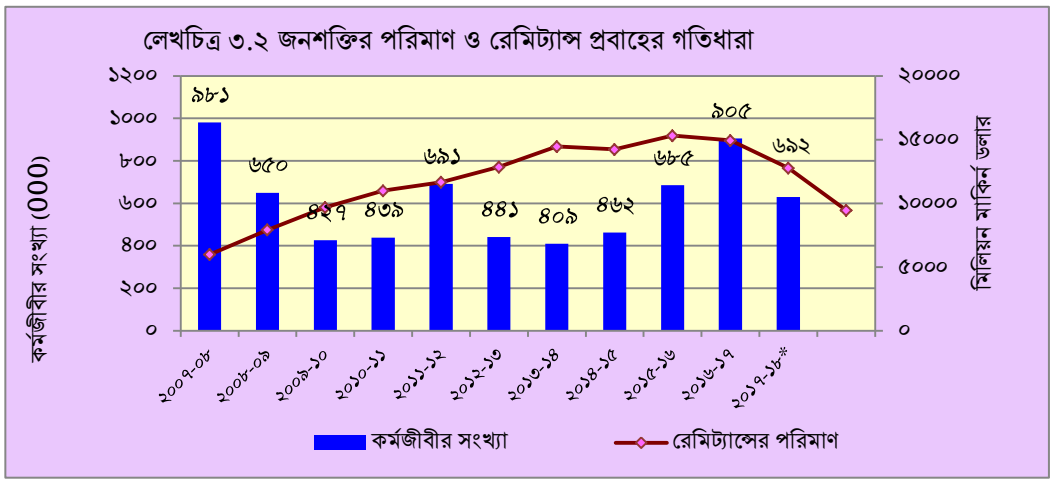

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রেমিট্যান্স জিডিপি ও রপ্তানি'র শতকরা হার হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় রেমিট্যান্স জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হার হ্রাস পায়। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে জিডিপি ও মোট পণ্য রপ্তানির শতকরা হারে রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮.৬৪ শতাংশ ও ৫৬.০৯ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রেমিট্যান্সের পরিমাণ জিডিপি'র প্রায় ৫.১১ শতাংশে এবং মোট পণ্য রপ্তানির ৩৬.৮৫ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। সারণি ৩.৬ এবং লেখচিত্র ৩.৩ -এ জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিট্যান্স দেখানো হলোঃ

সারণি ৩.৬ ঃ জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিট্যান্স

অর্থবছর	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
জিডিপির শতকরা হার	৮.৬৪	৯.৪৪	৯.৫২	৯.০৫	৯.৬৩	৯.৬৪	৮.২৩	৭.৮৬	৬.৭৬	৫.১১
রপ্তানির শতকরা হার	৫৬.০৯	৬২.২৫	৬৩.৪৮	৫০.৮২	৫২.৯২	৫৩.৫২	৪৭.১৫	৪৯.৭৮	৪৩.৫৮	৩৬.৮৫

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

লেখচিত্র ৩.৩: জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিট্যান্স

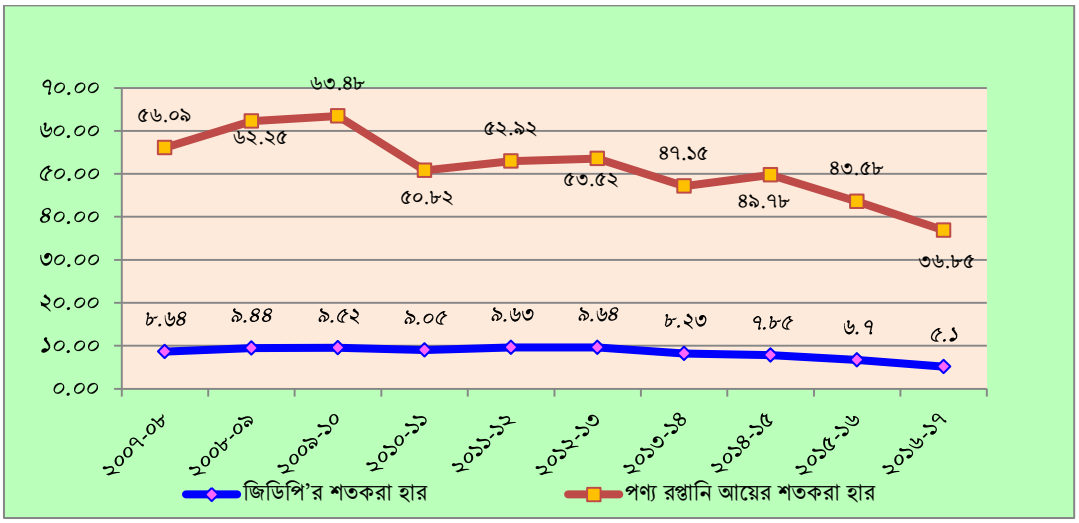

শ্রেণিভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি

জনশক্তি রপ্তানির ধরন অর্থাৎ পেশাগত দিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিগত ১০ বছরে স্বল্পদক্ষ জনশক্তি রপ্তানির গড় হার মোট জনশক্তি রপ্তানির প্রায় ৪৭ শতাংশ। সারণি ৩.৭ -এ শ্রেণিভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো। উক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সাম্প্রতিককালে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি পেশাজীবী জনশক্তি রপ্তানির হারও বৃদ্ধি

পেয়েছে। অন্যদিকে স্বল্পদক্ষ ও আধা দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির হার তুলনামূলকভাবে কমেছে।

সারণি ৩.৭ঃ শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা

সাল	পেশাজীবী	দক্ষ	আধা-দক্ষ	স্বল্পদক্ষ	অন্যান্য	মোট
২০০৮	১৮৬৪	২৯২৩৬৪	১৩২৮২৫	**৪৩৭০৮৮**	১০৯১৪	৮৭৫০৫৫
২০০৯	১৪২৬	১৩৪২৬৫	৭৪৬০৪	২৫৫০৭০	৮৪৮৫	৪৭৫২৭৮
২০১০	৩৮৭	৯০৬২১	১২৪৬৯	২৮৭২২৫	৭৫৬০	৩৯০৭০২
২০১১	১১৯২	২২৯১৪৯	২৮৭২৯	৩০৮৯৯২	৭৪৪০	৫৬৮০৬২
২০১২	৮১২	২০৯৩৬৮	২০৪৯৮	৩৭৭১২০	৯৫০৯	৬০৭৭৯৮
২০১৩	৬৮৯	১৩৩৭৫৪	৬২৫২৮	২১২২৮২	৯২২৪	৪০৯২৫৩
২০১৪	১৭৩০	১৪৮৭৬৬	৭০০৯৫	১৯৩৪০৩	১১৬৯০	৪২৫৬৮৪
২০১৫	১৮২৮	২১৪৩২৮	৯১০৯৯	২৪৮৬২৬	৪৬৯৭	৫৫৫৮৮১
২০১৬	৪৬৩৮	৩১৮৮৫১	১১৯৯৪৬	**৩০৩৭০৬**	১০৫৯০	৭৫৭৭৩১
২০১৭	৪৫০৭	৪৩৪৩৪৪	১৫৫৫৬৯	৪০১৭৯৬	১২৩০২	১০০৮৫১৮

উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক।

২০০৮ সালে শ্রেণিভিত্তিক পেশাজীবী জনশক্তি রপ্তানি ছিল মোট জনশক্তির প্রায় ০.২ শতাংশ, যা ২০১৭ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ০.৪৫ শতাংশে। পক্ষান্তরে, একই সময়ের ব্যবধানে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির হার ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৮ সালে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি ছিল মোট জনশক্তি রপ্তানির প্রায় ৩৩ শতাংশ, যা ২০১৭ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩ শতাংশে। তবে স্বল্পদক্ষ জনশক্তি রপ্তানির হার ৫০ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২০১৭ সালে দাঁড়িয়েছে ৪০ শতাংশ। আধা দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির হার অপরিবর্তিত রয়েছে।

লেখচিত্র ৩.৪ (ক) : ২০০৮ সালে শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা

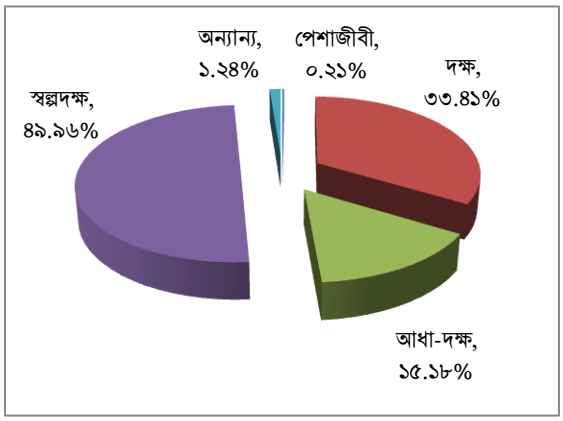

লেখচিত্র ৩.৪ (খ): ২০১৭ সালে শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা

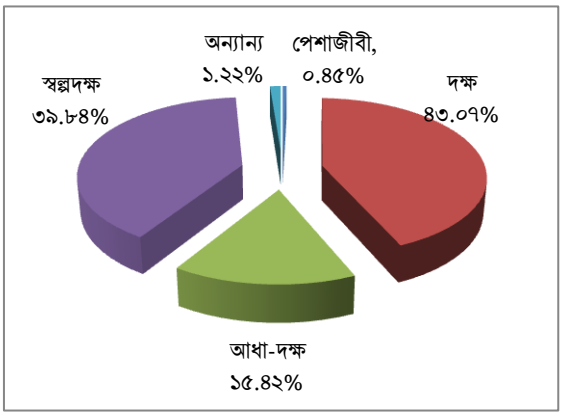

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মান ও সুযোগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। একইসঙ্গে নানা প্রশিক্ষণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিএমইটির আওতায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মান আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স

বাংলাদেশের প্রবাসী জনশক্তির অধিকাংশই সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ওমান, মালয়েশিয়া ও সিংগাপুরে কর্মরত। এছাড়া, বাহরাইন, কাতার, জর্ডান, লেবানন, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রুনাই, মরিসাস, যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড ও ইতালিসহ অন্যান্য দেশেও বাংলাদেশি জনশক্তি কর্মরত রয়েছে। ২০০৮ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত মোট জনশক্তি রপ্তানি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গড়ে ৯০ শতাংশেরও বেশি জনশক্তি রপ্তানি হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে। সারণি ৩.৮ এবং লেখচিত্র ৩.৫ (ক) ও ৩.৫ (খ)-এ ২০০৮ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি জনশক্তি রপ্তানির পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ৩.৮ঃ দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি জনশক্তির সংখ্যা

সাল	সৌদি আরব	কুয়েত	ইউএই	বাহরাইন	ওমান	মালয়েশিয়া	সিংগাপুর	কাতার	লেবানন	জর্ডান	অন্যান্য	সর্বমোট
২০০৮	১৩২১২৪	৩১৯	৪১৯৩৫৫	১৩১৮২	৫২৮৯৬	১৩১৭৬২	৫৬৫৮১	২৫৫৪৮	৮৪৪৪	৬৮২	৩৪১৬২	৮৭৫০৫৫
২০০৯	১৪৬৬৬	১০	২৫৮৩৪৮	২৮৪২৬	৪১৭০৪	১২৪০২	৩৯৫৮১	১১৬৭২	১৩৯৪১	১৬৯১	৫২৮৩৭	৪৭৫২৭৮
২০১০	৭০৬৯	৪৮	২০৩৩০৮	২১৮২৪	৪২৬৪১	৯১৯	৩৯০৫৩	১২০৮৫	১৭২০৮	২২৩৫	৪৪৩১২	৩৯০৭০২
২০১১	১৫০৩০	২৯	২৮২৭৩৪	১৩৯২৮	১৩৫২৬০	৭৪২	৪৮৬৬৬	১৩১৬৮	১৯১৬৬	৪৩৮৭	৩৪৯৫২	৫৬৮০৬২
২০১২	২১২৩২	২	২১৫৪৫২	২১৭৭৭	১৭০৩২৬	৮০৪	৫৮৬৫৭	২৮৮০১	১৪৮৬৪	১১৭২৬	৬১৮৩৬	৬০৫৪৭৭
২০১৩	১২৬৫৪	৬	১৪২৪১	২৫১৫৫	১৩৪০২৮	৩৮৫৩	৬০০৫৭	৫৭৫৮৪	১৫০৯৮	২১৩৮৩	৬৫১৯৪	৪০৯২৫৩
২০১৪	১০৬৫৭	৩০৯৪	২৪২৩২	২৩৩৭৮	১০৫৭৪৮	৫১৩৪	৫৪৭৫০	৮৭৫৭৫	১৬৬৪০	২০৩৩৮	৭৪০০১	৪২৫৫৪৭
২০১৫	৫৮২৭০	১৭৪৭২	২৫২৭১	২০৭২০	১২৯৮৫৯	৩০৪৮৩	৫৫৫২৩	১২৩৯৬৫	১৯১১৩	২২০৯৩	৫৩১৩২	৫৫৫৯০১
২০১৬	১৪৩৯১৩	৩৯১৮৮	৮১৩১	৭২১৬৭	১৮৮২৪৭	৪০১২৬	৫৪৭৩০	১২০৩৮২	১৫০৯৫	২৩০১৭	৫২৭৩৫	৭৫৭৭৩১
২০১৭	৫৫১৩০৮	৪৯৬০৪	৪১৩৫	১৯৩১৮	৮৯০৭৪	৯৯৭৮৭	৪০৪০১	৮২০১২	৮৩২৭	২০৪৪৯	৪৪১১০	১০০৮৫২৫

উৎসঃ জনশক্তি কর্ম-সংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ ব্যাংক।

চলতি দশকে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি পরিস্থিতিরও ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। ২০০৮ সালে মোট জনশক্তি রপ্তানির প্রায় ১৫ শতাংশ হয়েছে সৌদি আরবে এবং এ হার ২০১৭ -তে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৫ শতাংশে। কুয়েত, ওমান ও কাতারে জনশক্তি রপ্তানি ২০০৮ সালের তুলনায় ২০১৭ -তে বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৫ শতাংশ, ৯ শতাংশ ও ৮ শতাংশ হয়েছে। পক্ষান্তরে, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে জনশক্তি রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে। মালয়েশিয়ায় মোট জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি পেলেও শতকরা হারে ২০০৮ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে প্রায় ৫ শতাংশ কম কর্মী গমন করে । অন্যদিকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে

লেখচিত্র ৩.৫ (ক) ঃ ২০০৮ সালে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির হার

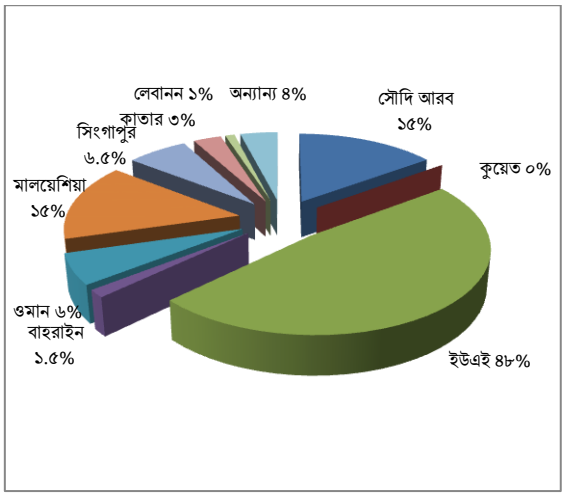

প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের সিংহভাগই আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ হতে। মোট রেমিট্যান্স আয়ের একক অংশ হিসেবে সৌদি আরব এখনো শীর্ষে অবস্থান করলেও এ হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে সৌদি

কর্মী গমন ২০০৮ সালের ৪৮ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ২০১৭ সালে ০.৪ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০০১ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত যেখানে বিদেশগামী নারী কর্মীর সংখ্যা ৫২,২৬৯ জন, সেখানে ২০১৫ সালে মোট ১,০৩,৭১৮ জন বিদেশে কর্মসংস্থান লাভ করেছে। ২০১৭ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১,২১,৯২৫ জন এ দাঁড়িয়েছে, যা পূর্ববর্তী যে কোনো বছরের তুলনায় সর্বাধিক। ২০১৭ সালে নারী কর্মী গমনের হার মোট কর্মী গমনের ১২ শতাংশ।

এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বাংলাদেশের বৈদেশিক শ্রমবাজার ক্রমাগত পরিবর্তনশীল।

লেখচিত্র ৩.৫ (খ) ঃ ২০১৭ সালে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির হার

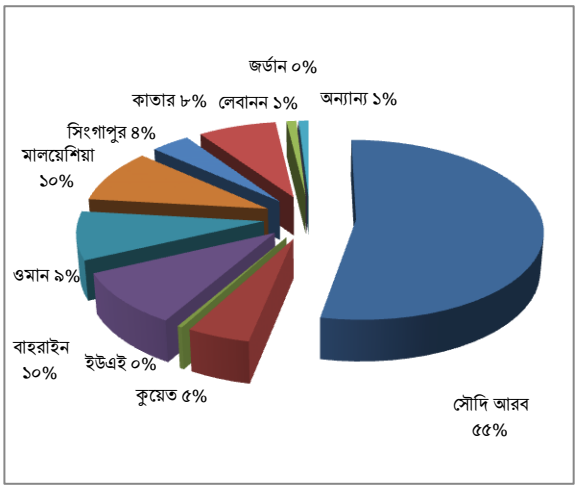

আরব থেকে মোট রেমিট্যান্সের ২৯ শতাংশ এসেছে, কিন্তু ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে তা দাঁড়িয়েছে ১৮ শতাংশে। পক্ষান্তরে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থানকারী যুক্তরাষ্ট্রের রেমিট্যান্স ১৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৩ শতাংশ হয়েছে। একইভাবে কুয়েত

ও যুক্তরাজ্যের রেমিট্যান্সের হার হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান ও মালয়েশিয়ার রেমিট্যান্সের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। মালয়েশিয়ার রেমিট্যান্সের হার ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের ১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯ শতাংশ হয়েছে। সারণি ৩.৯-এ ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ এবং লেখচিত্র ৩.৬ (ক) ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এবং ৩.৬ (খ) তে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশভিত্তিক রেমিট্যান্স আয়ে শতকরা হারের তুলনামূলক চিত্র দেখানো হলোঃ

সারণি ৩.৯ ঃ দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	সৌদি আরব	সংযুক্ত আরব আমিরাত	কাতার	ওমান	কুয়েত	বাহরাইন	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাজ্য	মালয়েশিয়া	সিঙ্গাপুর	অন্যান্য	সর্বমোট
২০০৭-০৮	২৩২৪.২	১১৩৫.১	২৮৯.৮	২২০.৬	৮৬৩.৭	১৩৮.২	১৩৮০.১	৮৯৬.১	৯২.৪	১৩০.১	৪৪৪.৩	৭৯১৪.৮
২০০৮-০৯	২৮৫৯.১	১৭৫৪.৯	৩৪৩.৪	২৯০.১	৯৭০.৮	১৫৭.৫	১৫৭৫.২	৭৮৯.৭	২৮২.২	১৬৫.১	৫০১.৪	৯৬৮৯.৩
২০০৯-১০	৩৪২৭.১	১৪৫১.৯	৩৬০.১	৩৪৯.১	১০১৯.২	১৬.৫	১৮৯০.৩	৮২৭.৫	৫৮৭.১	১৯৩.৫	৮৬৫.২	১০৯৮৭.৪
২০১০-১১	৩২৯০.০	২০০২.৬	৩১৯.৪	৩৩৪.৩	১০৭৫.৮	১৮৫.৯	১৮৪৮.৫	৮৮৯.৬	৭০৩.৭	২০২.৩	৭৯৮.২	১১৬৫০.৩
২০১১-১২	৩৬৮৪.৪	২৪০৪.৮	৩৩৫.৩	৪০০.৯	১১৯০.১	২৯৮.৫	১৪৯৮.৫	৯৮৭.৫	৮৪৭.৫	৩১১.৫	৮৮৪.৫	১২৮৪৩.৪
২০১২-১৩	৩৮৩১.৯	২৮২৯.৪	২৮৬.৯	৬১০.১	১১৮৬.৯	৩৬১.৭	১৮৫৯.৮	৯৯১.৬	৯৯৭.৪	৪৯৮.৮	১০০৬.৭	১৪৪৬১.২
২০১৩-১৪	৩১১৯.৬	২৬৮৪.৯	২৫৭.৫	৭০১.১	১১০৬.৯	৪৫৯.৪	২৩২৩.৩	৯০১.২	১০৬৪.৭	৪২৯.১	১১৮০.৩	১৪২২৮.০
২০১৪-১৫	৩৩৪৫.২	২৮২৩.৮	৩১০.২	৯১৫.৩	১০৭৭.৮	৫৫৪.৩	২৩৮০.২	৮১২.৩	১৩৮১.৫	৪৪৩.৪	১২৭২.৯	১৫৩১৬.৯
২০১৫-১৬	২৯৫৫.৬	২৭১১.৭	৪৩৫.৬	৯০৯.৭	১০৪০.০	৪৯০.০	২৪২৪.৩	৮৬৩.৩	১৩৩৭.১	৩৮৭.২	১৩৭৬.৫	১৪৯৩১.০
২০১৬-১৭	২২৬৭.২২	২০৯৩.৫৪	৫৭৬.০২	৮৯৭.৭১	১০৩৩.৩১	৪৩৭.১০	১৬৮৮.৮৬	৮০৮.১৬	১১০৩.৬২	৩০০.৯৯	১৫৩৬.০০	১২৭৬৯.৫
২০১৭-১৮*	১৬১৯.০২	১২৭৩.৭০	৪৮৭.৬৬	৬০৬.৫০	৬৬৯.৯	৩৪৭.৪	১২৭৩.৭	৭১৪.৩০	৭০৭.৩০	২০৭.০	১৩১৮.৪	৯৪৬১.২০

উৎসঃ *ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

লেখচিত্র ৩.৬ (ক): ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে দেশভিত্তিক রেমিট্যান্স আয়ের শতকরা হার

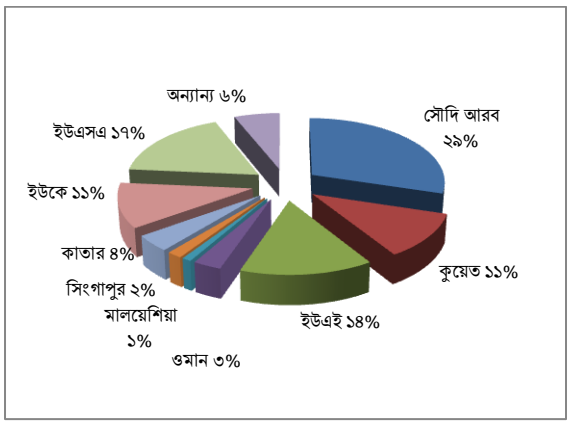

লেখচিত্র ৩.৬ (খ): ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে দেশভিত্তিক রেমিট্যান্স আয়ের শতকরা হার

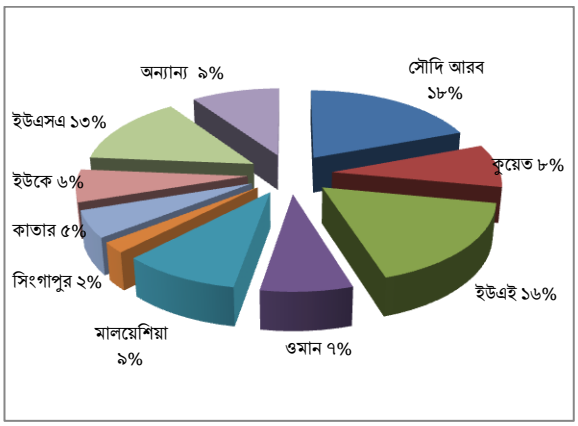

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ

বৈদেশিক কর্মসংস্থান, দক্ষ কর্মী তৈরি ও রেমিট্যান্স বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

(ক) শ্রম বাজার সম্প্রসারণ

মধ্যপ্রাচ্য বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ও বিশাল শ্রমবাজার। বর্তমানে এ অঞ্চলে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা ও শ্রমিকদের চাহিদা হ্রাস পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এ অঞ্চলে শ্রমশক্তি রপ্তানিতে বাংলাদেশকে বেশ কিছুটা সমস্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে বিশ্বের অন্যান্য দেশে নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রমবাজার সম্প্রসারণের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে একটি আলাদা শ্রমবাজার গবেষণা সেল গঠন করা হয়েছে। একইসাথে বিদেশগামী কর্মীদের অভিবাসন ও সম্মানজনক চাকুরি নিশ্চিতকরণের জন্য নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জাপানের সাথে বাংলাদেশ হতে গৃহকর্মী প্রেরণের বিষয়ে একটি সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া মালয়েশিয়ার সাথে সরকারি ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণের বিষয়ে জি টু জি প্লাস

চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মোট ৫৩টি দেশে নতুন শ্রমবাজার গবেষণার কার্যক্রম চলমান আছে।

(খ) অভিবাসন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ

অভিবাসী ব্যয় কমানো এবং বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সি সমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিকরণে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩' নামে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত আইনে উচ্চ অভিবাসন ব্যয় গ্রহণকারী বা অসাধু রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। সরকার দেশভিত্তিক সর্বোচ্চ অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ করেছে। 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতিমালা-২০১৭' অনুমোদন করা হয়েছে।

(গ) প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অদক্ষ শ্রমিকের তুলনায় দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বেশি । এ কারণে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের উপর সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। ৬টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি এবং ৬৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৭ সালে উল্লিখিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে ৪৮টি ট্রেডে ৮,৩৯,৭২৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে ৪০টি কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আরো ৫০টি টিটিসি নির্মাণের প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিএমইটির কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে এসব কেন্দ্রের প্রশিক্ষকদের বিদেশে নিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। সৌদি আরব ও হংকং এর সাথে যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে যাতে নারী কর্মীরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে সরাসরি বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হচ্ছে।

(ঘ) ডিজিটাইশেনের মাধ্যমে বহির্গমন প্রক্রিয়া আধুনিকায়ন

রিক্রুটিং এজেন্সি এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস ও প্রতারণা রোধে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফিংগার প্রিন্টসহ বিদেশগামী কর্মীর যাবতীয় তথ্য ডাটাবেজে নিবন্ধন করা হচ্ছে। বর্তমান ডাটাবেইজে প্রায় ২১ লক্ষ বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত ডাটাবেজ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে স্মার্ট কার্ডের সাহায্যে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। স্মার্ট কার্ডে রেকর্ড থাকার কারণে বিমানবন্দরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর্মীর এমবারকেশন কার্ড প্রিন্ট হওয়ার ফলে বিমানবন্দরে কর্মীদের হয়রানি অনেকাংশে বন্ধ হয়েছে। এছাড়া, ২৫টি জেলায় বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রি-ডিপারচার ও ফিঙ্গার প্রিন্ট প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। অন-লাইন রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে কর্মী নির্বাচন পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে ভিসা যাচাই ও অভিযোগ দাখিলের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এর ফলে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত হচ্ছে ও বাংলাদেশের অঞ্চলভিত্তিক সমতার ভিত্তিতে বিদেশে কর্মী প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে।

(ছ) বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণ উৎসাহিতকরণ

বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণ উৎসাহিতকরণে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- বিদেশস্থ এক্সচেঞ্জ হাউজের সাথে বাংলাদেশস্থ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ড্রয়িং ব্যবস্থাপনা সহজতর করার লক্ষ্যে Electronic Fund Transfer (EFT) পদ্ধতিতে ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপনের ক্ষেত্রে রক্ষিতব্য ব্যাংক গ্যারান্টি/ ক্যাশ ডিপোজিট ২৫,০০০ মার্কিন ডলার এর স্থলে ১০,০০০ মার্কিন ডলার এবং প্রতিষ্ঠানের এনআরটি হিসাবে ন্যূনতম স্থিতি ৫ লক্ষ টাকার স্থলে ২ লক্ষ টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে আরো নতুন নতুন ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপিত হবে যা বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।
- প্রবাসীদের আয় বিনিয়োগে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের বন্ডের বিপরীতে প্রবাসীদের ঋণ প্রদানের সুযোগ দেয়া হয়েছে। ট্রান্সফার ফি ও এক্সচেঞ্জ রেট মার্জিন কমানোর লক্ষ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির জন্য বহুজাতিক মানি ট্রান্সফার কোম্পানির সাথে বাংলাদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর স্বাক্ষরিত চুক্তিতে Pay Cash Exclusivity Clause বা অনুরূপ শর্ত যা বাজারে Monopoly সৃষ্টি করতে পারে তা অন্তর্ভুক্ত না করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
- বাংলাদেশি ব্যাংকসমূহের নিজস্ব মালিকানায় বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রতিষ্ঠার অনুমোদন প্রদান করা হচ্ছে এবং এখন পর্যন্ত বাংলাদেশি ব্যাংক সমূহের ২৯টি নিজস্ব এক্সচেঞ্জ হাউজ বিভিন্ন দেশে (ইউকে, ইউএসএ, অস্ট্রেলিয়া, সিংগাপুর, মালয়েশিয়া, গ্রীস, ইতালী, কানাডা, ওমান ও মালদ্বীপ) কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অতি সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকায় দেশীয় একটি ব্যাংকের মালিকানায় এক্সচেঞ্জ হাউস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং আরেকটি প্রতিষ্ঠার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- বাংলাদেশি ব্যাংকসমূহের মালিকানাধীন এক্সচেঞ্জ হাউস কর্তৃক রেমিট্যান্স আহরণকে সহজ করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট দেশে তাদের এজেন্ট নিয়োগকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।
- ব্যাংক শাখার পাশাপাশি ২৬টি Micro Finance Institutions (MFIs) এর শাখা অফিস ও বাংলাদেশ পোস্ট অফিসের শাখা অফিসসমূহকে ও 'সিংগার বাংলাদেশ'-এর আউটলেটগুলোকে রেমিট্যান্স বিতরণের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহারের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত তাদের শাখাসমূহের মাধ্যমে দ্রুত রেমিট্যান্স বিতরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। সিংগার বাংলাদেশ এর বিক্রয় আউটলেটসমূহের মাধ্যমেও রেমিট্যান্সের অর্থ বিতরণ শুরু করা হয়েছে।
- রেমিট্যান্স বিতরণের নেটওয়ার্ক আরো সম্প্রসারণের উদ্যোগ হিসেবে সম্প্রতি বাংলাদেশি ২৪টি ব্যাংককে রেমিট্যান্সের অর্থ Mobile Operator দের মাধ্যমে বিতরণের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ১৮টি ব্যাংক ইতোমধ্যে তাদের মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করেছে।
- রেমিট্যান্স প্রবাহে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ড্রয়িং ব্যবস্থার আওতায় রেমিট্যান্সের অর্থ বেনিফিসিয়ারী পর্যায়ে বিতরণের সর্বোচ্চ সময়সীমা ৭২ ঘন্টা হতে কমিয়ে ২ কার্যদিবস পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার অন্তর্মুখী প্রবাহ বৃদ্ধি তথা অধিক রেমিট্যান্স প্রেরণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অনিবাসী/প্রবাসী বাংলাদেশি ওয়েজ আর্নারদের জন্য সরকার কর্তৃক বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি CIP (অনিবাসী বাংলাদেশি) এবং বিশেষ নাগরিক সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে।
- প্রবাসী বাংলাদেশি বা এদেশীয় উপকারভোগী কর্তৃক রেমিট্যান্স বিষয়ক কোন অভিযোগ থাকলে তা সরাসরি বাংলাদেশ ব্যাংকে জানানোর জন্য 'গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র' স্থাপন করা হয়েছে।
- প্রবাসীদের বিনিয়োগে তিনটি এনআরবি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার লাইসেন্স দেয়া হয়েছে এবং ব্যাংকগুলো বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে।
- বিদেশে কর্মরত অনিবাসী বাংলাদেশিগণ কর্তৃক টাকায় গৃহীতব্য গৃহ ঋণের সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে বিদ্যমান ডেট ইক্যুইটি অনুপাত ৫০:৫০ থেকে বৃদ্ধি করে ৭৫:২৫ করা হয়েছে।